JUL 09 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ... ৪ ...

ডিগ্রী পরীক্ষার মেধা তালিকায় মফস্বল কলেজের প্রাধান্য ॥ কারণ খতিয়ে দেখা হবে

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ ডিগ্রীর প্রথাবিরোধী ফল সম্পর্কে খোদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে। মফস্বলের অখ্যাত ও নকলপ্রবণ কলেজের চমক লাগানো ফল আশাব্যঞ্জক হলেও নিরাশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ডিগ্রী পরীক্ষায় দেশের অখ্যাত ও নকলপ্রবণ কলেজে পাসের হার বেশি হওয়া এবং সম্মিলিত মেধা তালিকায় অখ্যাত কলেজের একচেটিয়া প্রাধান্যের নেপথ্যে কোন রহস্য রয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করেছে। তদন্ত করে এই রহস্য উন্মোচনের কথা বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

রবিবার প্রকাশিত ডিগ্রী পরীক্ষার ফলে চিরাচরিত ঐতিহ্য ভেঙ্গে গেছে। দেশের নামীদামী ও বড় কলেজগুলো মেধা তালিকায় ঠাঁই পায়নি। এমন সব কলেজের নাম মেধা তালিকায় এসেছে যেগুলোর নাম অনেকের কাছে অপরিচিত, কোন কোনটি নকলের জন্য বিখ্যাত(!)। মফস্বলের কিছু নকলপ্রবণ কলেজের পাসের হারও বিস্ময়কর। সন্দেহ করা হচ্ছে অবাধ নকলের সুযোগে এমন চমকপ্রদ ফল হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্দেহ প্রকাশ করেছে। কারণ এক বছরের ব্যবধানে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যাতে দেশের বিখ্যাত কলেজগুলোর নামগন্ধ পাওয়া যাবে না মেধা তালিকায় এবং মফস্বলে পাসের হার বেড়ে যাবে। দেশের চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী যেসব কলেজের নাম সব সময় মেধা তালিকায় স্থান পায়, সেগুলো হারিয়ে যাবার বিষয়টি কেউ সহজে এবং সন্দেহমুক্তভাবে মেনে নিতে পারছে না।

দেশের কলেজ হিসাবে সর্বসাধারণের কাছে অতি পরিচিত নাম হচ্ছে ঢাকা কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, বাংলাদেশ রাইফেলস কলেজ, ইডেন কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজ, খুলনার বিএল কলেজ, বাগেরহাটের পিসি কলেজ, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ, টাঙ্গাইলের সা'দত কলেজ, বরিশালের বিএম কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, রাজশাহী কলেজ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজ, বগুড়া আযীযুল হক কলেজসহ গোটা বিশেক কলেজ। এসব কলেজের নাম মেধা তালিকায় একেবারে নেই বললেই চলে। দু'একটি নাম এসেছে বিচ্ছিন্নভাবে। বাংলাদেশ রাইফেলস কলেজ থেকে গত বছর মেধা তালিকায় চার ছাত্র স্থান করে নিয়েছিল এবং পাসের হার ছিল শতকরা ৮৫ ভাগ। এ বছর এই কলেজে পাসের হার ৪৮ ভাগ এবং মেধা তালিকায় কারও নাম নেই। কলেজের ছাত্র-শিক্ষক কেউই বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারছেন না। কলেজের একজন ছাত্র জনকণ্ঠে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন, এমন রেজাল্ট হতেই পারে না! এই কলেজে বিএসএস পরীক্ষায় ১৯ জনে মাত্র একজন পাস করেছে। কোথাও কোন ত্রুটি হয়েছে বলে ছাত্র-শিক্ষকদের ধারণা।

ডিগ্রীর সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৭৭৫ থেকে ৬৮১ নম্বর পাওয়া ২৮ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে রাজধানী ঢাকার তেজগাঁও এবং তিতুমীর কলেজের মাত্র দু'জন ছাত্র রয়েছে। বাকি ২৬ ছাত্রছাত্রী দেশের অখ্যাত কলেজের। অথচ অন্যান্য বছর দেশের অখ্যাত কলেজেরই দু'-একজন ছাত্রছাত্রীর নাম থাকে মেধা তালিকায় এবং মেধা তালিকার প্রায় সব নামই থাকে দেশের নামীদামী কলেজের। এবার ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা। ডিগ্রীর সম্মিলিত মেধা তালিকায় আসা কলেজগুলো হচ্ছে সাপাহার কলেজ, মুজিবনগর কলেজ, বাগাতিপাড়া কলেজ, জাজিরা কলেজ, চিতোষী কলেজ, ফটিকছড়ি কলেজ, জাহেদা সফির কলেজ, নাজিরহাট কলেজ, শ্রীপুর কলেজ, একে মোমোরিয়াল কলেজ, দৌলতখান আবু আব্দুল্লাহ কলেজ, শ্যামনগর মহসীন কলেজ, আবু আব্বাস কলেজ, নিজামপুর কলেজ, বরগুনা কলেজ, মান্দা মোমেন শাহানা কলেজ, পীরগাছা কলেজ, হাটহাজারী কলেজ, গোপালপুর কলেজ ও নোয়াপাড়া কলেজ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আব্দুল হামিদ বলেন, অখ্যাত কলেজ ভাল রেজাল্ট করলে এবং প্রতিযোগিতার ধারায় ফিরে এলে তা খুব ভাল ও আশাব্যঞ্জক। কিন্তু এটি কিভাবে সম্ভব হলো তা খতিয়ে দেখা হবে বলে তিনি জানান।